

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি

দেবতারা প্রার্থনা করলে ভগবান কিভাবে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের উপদেশ অনুসারে দেবতারা সমুদ্র মন্থনের উদ্দেশ্যে অসুরদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন।

দেবতাদের স্তবে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য অঙ্গজ্যোতিতে দেবতাদের দৃষ্টি প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রথমে তাঁরা তাঁর শরীরের কোন অংশ দেখতে পাননি। তারপর ব্রহ্মা ভগবানকে নিরীক্ষণ করে মহেশ্বরের সঙ্গে ভগবানের স্তব করতে আরম্ভ করেন।

ব্রহ্মা বলেছিলেন—“ভগবান জন্ম এবং মৃত্যুর অতীত হওয়ার ফলে নিত্য। তাঁর কোন জড় গুণ নেই। তা সত্ত্বো তিনি অসংখ্য দিব্য গুণাবলীর সমুদ্র। তিনি সূক্ষ্মতম থেকে সূক্ষ্মতর, তিনি অদৃশ্য এবং তাঁর রূপ অচিন্ত্য। তিনি সমস্ত দেবতাদের পূজনীয়। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাঁর রূপে বিরাজ করে, এবং তিনি কখনই এই ব্রহ্মাণ্ডের কাল, স্থান অথবা পরিস্থিতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন নন। তিনিই প্রধান। যদিও তিনি জড় সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্ত, তবুও মায়াবাদীদের সর্বেশ্বরবাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। ভগবান তাঁর বহিঃস্বা মায়াশক্তির দ্বারা সমগ্র জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অচিন্ত্য দিব্য স্থিতির প্রভাবে তিনি সর্বদাই জড়া প্রকৃতির ঈশ্বর। ভগবান তাঁর বিবিধ রূপে সর্বদাই জড় জগতের মধ্যেও বিরাজমান, কিন্তু জড় গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত তাঁর উপদেশের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে জানা যায়।” ভগবদ্গীতায় (১০/১০) বলা হয়েছে—
দদামি বুদ্ধিযোগং তম্। বুদ্ধিযোগ-এর অর্থ ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়।

শিব এবং ব্রহ্মার স্তবে ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তখন তিনি সমস্ত দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। দেবতাদের উপদেশ দিয়ে অজিত ভগবান বলেছিলেন অসুরদের সঙ্গে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে সন্ধি স্থাপন করে, দেবতা এবং অসুরেরা

মিলিতভাবে যেন সমুদ্র মস্থন করে। সেই মস্থনকার্যে নাগরাজ বাসুকি হবেন রজ্জ্ব এবং মন্দর পর্বত হবে মস্থনদণ্ড। সমুদ্র মস্থনের ফলে যে বিষ উত্থিত হবে তা শিব গ্রহণ করবেন, এবং তাই ভয়ের কোন কারণ নেই। সমুদ্র মস্থনের ফলে অন্য বহু আকর্ষণীয় বস্তু উৎপন্ন হবে, কিন্তু ভগবান দেবতাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন সেই সমস্ত বস্তুর দ্বারা মোহিত না হন এবং যদি কোন উপদ্রব হয়, তা হলেও যেন তাঁরা ক্রুদ্ধ না হন। এইভাবে দেবতাদের উপদেশ দিয়ে ভগবান সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করে দেবতারা দৈত্যরাজ বলি মহারাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। তখন দেবতা এবং দানব উভয়েই মন্দর পর্বত নিয়ে সমুদ্র অভিমুখে গমন করেছিলেন। সেই পর্বতের গুরুভারবশত দেবতা এবং দানবেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং তাঁদের কারও কারও মৃত্যু হয়। তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে সেখানে আবির্ভূত হন, এবং কৃপাপূর্বক সেই সমস্ত মৃত দেবতা এবং অসুরদের পুনরুজ্জীবিত করেন। ভগবান তখন এক হাতে সেই পর্বত উত্তোলন করে গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করেন, এবং সেই পর্বতের উপর বসেন। গরুড় তখন তাঁকে সমুদ্র মস্থনের স্থানে নিয়ে যান, এবং সমুদ্রের মাঝখানে সেই পর্বতকে স্থাপন করেন। ভগবান তখন গরুড়কে সেই স্থান ত্যাগ করতে বলেন, কারণ গরুড় সেখানে উপস্থিত থাকলে বাসুকি সেখানে আসবেন না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং স্তুতঃ সুরগণৈর্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

তেষামাবিরভূদ্ রাজন্ সহস্রাকোদয়দ্যুতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; স্তুতঃ—স্তুতের দ্বারা পূজিত হয়ে; সুর-গণৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; ভগবান্—ভগবান; হরিঃ—সমস্ত অমঙ্গল যিনি দূর করেন; ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ন্তা; তেষাম্—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের সম্মুখে; আবিরভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; রাজন্—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; সহস্র—হাজার হাজার; অর্ক—সূর্যের; উদয়—উদয়ের মতো; দ্যুতিঃ—অঙ্গজ্যোতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ভগবান শ্রীহরি এইভাবে দেবতা এবং ব্রহ্মার দ্বারা তাঁদের স্তবের মাধ্যমে পূজিত হয়ে, তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গজ্যোতি হাজার হাজার সূর্যের উদয়ের মতো উজ্জ্বল।

শ্লোক ২

তেনৈব সহসা সৰ্বে দেবাঃ প্রতিহতেক্ষণাঃ ।

নাপশ্যন্ খং দিশঃ ক্ষৌণীমাত্মানং চ কুতো বিভূম্ ॥ ২ ॥

তেন এব—সেই কারণে; সহসা—সহসা; সৰ্বে—সমস্ত; দেবাঃ—দেবতারা; প্রতিহত-
ঈক্ষণাঃ—তাঁদের দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায়; ন—না; অপশ্যন্—দর্শন করেছিলেন;
খম্—আকাশ; দিশঃ—দিকসমূহ; ক্ষৌণীম্—পৃথিবী; আত্মানম্ চ—তাঁরা সকলে;
কুতঃ—এবং দর্শন করার প্রশ্ন কোথায়; বিভূম্—ভগবানকে।

অনুবাদ

ভগবানের সেই অঙ্গজ্যোতির ছটায় দেবতাদের দৃষ্টি প্রতিহত হয়েছিল। তাই তাঁরা আকাশ, দিকসমূহ, পৃথিবী, এমন কি নিজেদেরও দেখতে সমর্থ হলেন না, অতএব তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত ভগবানকে দর্শন করবেন কি করে?

শ্লোক ৩-৭

বিরিঞ্জে ভগবান্ দৃষ্ট্বা সহ শৰ্বেণ তাং তনুম্ ।

স্বচ্ছাং মরকতশ্যামাং কঙ্কগর্ভারুণেক্ষণাম্ ॥ ৩ ॥

তপ্তহেমাবদাতেন লসৎকৌশেয়বাসসা ।

প্রসন্নচারুসর্বাঙ্গীং সুমুখীং সুন্দরভ্রুবম্ ॥ ৪ ॥

মহামণিকিরীটেন কেয়ুরাভ্যাং চ ভূষিতাম্ ।

কর্ণাভরণনির্ভাতকপোলশ্রীমুখান্বজাম্ ॥ ৫ ॥

কাঞ্চীকলাপবলয়হারনূপুরশোভিতাম্ ।

কৌস্তভাভরণাং লক্ষ্মীং বিভ্রতীং বনমালিনীম্ ॥ ৬ ॥

সুদর্শনাদিভিঃ স্বাষ্ট্রেমূর্তিমন্তিরূপাসিতাম্ ।

তুষ্টাব দেবপ্রবরঃ সশর্বঃ পুরুষং পরম্ ।

সর্বামরগণৈঃ সাকং সর্বাঙ্গৈরবনিং গতেঃ ॥ ৭ ॥

বিরিঞ্চঃ—ব্রহ্মা; ভগবান্—তঁার শক্তিশালী স্থিতির জন্য যাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়; দৃষ্টা—দর্শন করে; সহ—সঙ্গে; শর্বেণ—শিব; তাম্—ভগবানকে; তনুম্—তঁার দিব্য রূপ; স্বচ্ছাম্—জড় কলুষ রহিত; মরকতশ্যামাম্—মরকত মণির দ্যুতির মতো যাঁর অঙ্গকান্তি; কঙ্ক-গর্ভ-অরুণ-ঈক্ষণাম্—পদ্মের গর্ভের মতো রক্তিম যাঁর চক্ষু; তপ্ত-হেম-অবদাতেন—তপ্তকাঞ্চনের মতো যাঁর অঙ্গকান্তি; লসৎ—উজ্জ্বল; কৌশেয়-বাসসা—পীত রেশমের বস্ত্র পরিহিত; প্রসন্ন-চারু-সর্ব-অঙ্গীম্—যাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর; সুমুখীম্—হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল যুক্ত; সুন্দর-জীবম্—যাঁর জীব অত্যন্ত সুন্দর; মহা-মণি-কিরীটেন—বহুমূল্য মণিখচিত মুকুট পরিহিত; কেয়ুরাভ্যাম্ চ ভূষিতাম্—সর্ব প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত; কর্ণ-আভরণ-নির্ভাত—তঁার কর্ণের মণির কিরণে উদ্ভাসিত; কপোল—কপোল; শ্রীমুখ-অম্বুজাম্—যাঁর সুন্দর মুখকমল; কাঞ্চী-কলাপ-বলয়—কোমরে কাঞ্চী এবং হাতে বলয় আদি অলঙ্কার; হার-নূপুর—বক্ষে হার এবং চরণে নূপুর; শোভিতাম্—সুশোভিত; কৌস্তভ-আভরণাম্—কৌস্তভ মণির দ্বারা অলঙ্কৃত যাঁর বক্ষ; লক্ষ্মীম্—লক্ষ্মীদেবীকে; বিভ্রতীম্—দোদুল্যমান; বন-মালিনীম্—ফুলমালায় ভূষিত; সুদর্শন-আদিভিঃ—সুদর্শন চক্র আদি ধারণ করে; স্ব-অষ্ট্রেঃ—তঁার অস্ত্র সহ; মূর্তিমন্তিঃ—তঁার আদি স্বরূপে; উপাসিতাম্—পূজিত হয়ে; তুষ্টাব—প্রসন্ন; দেব-প্রবরঃ—প্রধান দেবতা; স-শর্বঃ—শিব সহ; পুরুষম্ পরম্—পরম পুরুষ; সর্ব-অমর-গণৈঃ—সমস্ত দেবতাগণ সহ; সাকম্—সহ; সর্ব-অঙ্গৈঃ—দেহের সমস্ত অঙ্গ সহ; অবনিম্—ভূমির উপর; গতেঃ—প্রণত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শিব সহ ব্রহ্মা ভগবানের নির্মল সৌন্দর্য দর্শন করেছিলেন। তঁার অঙ্গকান্তি মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ, তঁার চক্ষু পদ্মগর্ভের মতো অরুণবর্ণ, তঁার রেশমের বসন তপ্তকাঞ্চনের মতো পীতবর্ণ এবং তঁার সারা শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। তাঁরা তাঁর প্রসন্ন ও মনোহর হাসি, সুন্দর পদ্মমুখশ্রী এবং বহু মূল্যবান মণিখচিত

মুকুট দর্শন করেছিলেন। ভগবানের জ্যুগল অত্যন্ত মনোহর, এবং তাঁর কপোলদ্বয় কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিত। ব্রহ্মা এবং শিব দেখেছিলেন ভগবানের কোমরে কাঞ্চী, হস্তে বলয়, বক্ষে হার এবং চরণে নূপুর। তিনি ফুলমালায় ভূষিত, তাঁর কণ্ঠে কৌস্তভ মণি শোভা পাচ্ছে এবং তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেছেন। তিনি সুদর্শন চক্র, গদা আদি স্বীয় অস্ত্রে সজ্জিত। শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ সহ ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানকে দর্শনপূর্বক তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তখন ভূমিতে নিপতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীব্রহ্মোবাচ

অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়-

গুণায় নির্বাণসুখার্ণবায় ।

অণোরণিন্মেহপরিগণ্যধাম্নে

মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥ ৮ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; অজাত-জন্ম-স্থিতি-সংযমায়—যাঁর কখনও জন্ম হয় না, কিন্তু বিবিধ রূপে যাঁর অবতরণের কখনও নিবৃত্তিও হয় না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; অণুগায়—জড় প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা যিনি কখনও প্রভাবিত হন না; নির্বাণ-সুখ-অর্ণবায়—নিত্য আনন্দের সমুদ্রকে; অণোঃ অণিন্মে—সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর; অপরিগণ্য-ধাম্নে—যাঁর দৈহিক রূপ কখনই জড় কল্পনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; মহা-অনুভাবায়—যাঁর অস্তিত্ব অচিন্ত্য; নমঃ—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; নমঃ—পুনরায় প্রণতি নিবেদন করি; তে—আপনাকে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—আপনি যদিও অজ তবুও অবতাররূপে আপনার আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কখনও নিবৃত্তি হয় না। আপনি সর্বদাই জড় প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত, এবং আপনি চিন্ময় আনন্দের সমুদ্র সদৃশ। আপনার অপ্রাকৃত শাস্বত রূপ সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর। সেই অচিন্ত্য আপনাকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৬) ভগবান বলেছেন—

অজোহপি সন্নব্যায়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥

“যদিও আমি অজ এবং আমার চিন্ময় শরীরের কখনও ক্ষয় হয় না, এবং যদিও আমি সমস্ত চেতন জীবের ঈশ্বর, তবুও আমি প্রত্যেক যুগে আমার আদি চিন্ময় রূপে প্রকাশিত হই।” ভগবদ্গীতার পরবর্তী শ্লোকে (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য ধ্বানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

“হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।” ভগবান অজ হলেও কৃষ্ণ, রাম আদি বিভিন্ন রূপে তিনি অবিরতভাবে অবতরণ করেন। যেহেতু তাঁর অবতার নিত্য, তাই এই সমস্ত অবতারে তিনি যে সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন তাও নিত্য। ভগবানকে সাধারণ মানুষের মতো কর্মের প্রভাবে অবতরণ করতে বাধ্য হতে হয় না। মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবানের শরীর এবং কার্যকলাপ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে দিব্য। এই সমস্ত লীলা ভগবানের নিকট চিন্ময় আনন্দস্বরূপ। অপরিগণ্যধানে শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন অবতারে ভগবানের আবির্ভাবের কোনও অন্ত নেই। ভগবানের এই সমস্ত অবতার সৎ, চিত্র এবং আনন্দময়।

শ্লোক ৯

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং

শ্রেয়োহর্থিভিবৈদিকতান্ত্রিকেণ ।

যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্

পশ্যাম্যমুশ্মিনু হ বিশ্বমূর্তৌ ॥ ৯ ॥

রূপম্—রূপ; তব—আপনার; এতৎ—এই; পুরুষ ঋষভ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; ইজ্যাম্—পূজনীয়; শ্রেয়ঃ—চরম মঙ্গল; অর্থিভিঃ—বাসনাকারী ব্যক্তিদের দ্বারা; বৈদিক—

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে; তান্ত্রিকেরা—নারদ-পঞ্চরাত্র আদি তন্ত্রের অনুগামীদের দ্বারা উপলব্ধ; যোগেন—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; ধাতঃ—হে পরম পরিচালক; সহ—সঙ্গে; নঃ—আমরা (দেবতারা); ত্রি-লোকান্—ত্রিলোক নিয়ন্ত্রণ করে; পশ্যামি—আমরা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করি; অমুশ্মিন্—আপনাতে; উ—ও; হ—সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত; বিশ্ব-মূর্তৌ—বিশ্ব যাঁর মূর্তি সেই আপনাতে।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতা, শ্রেয়ঙ্কামী ব্যক্তির বৈদিক তন্ত্র অনুসারে সর্বদা আপনার এই মূর্তির পূজা করেন। হে প্রভু, আমরা আপনার মধ্যে সমগ্র ত্রিভুবন দর্শন করতে পারি।

তাৎপর্য

বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি। ভক্তেরা যখন ধ্যানের দ্বারা অথবা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু সম্বন্ধে অবগত হন। বস্তুতপক্ষে, তাঁদের কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। ভগবানকে দর্শন করেছেন যে ভক্ত, তাঁর কাছে এই জড় জগতের সব কিছু পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। ভগবদ্গীতায় (৪/৩৪) তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

“সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।” ব্রহ্মা হচ্ছেন এমনই একজন তত্ত্বদ্রষ্টা মহাজন (স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ)। তাই ব্রহ্মার থেকে যে পরম্পরা তা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তখন পূর্ণরূপে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এখানে বিশ্বমূর্তৌ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের রূপে সব কিছুই বিরাজ করে। যে ব্যক্তি তাঁর পূজা করতে সমর্থ, তিনি তাঁর মধ্যে প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁকে দর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ১০

ত্বয়্যাগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ

ত্বয়ান্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে ।

ত্বমাদিরন্তো জগতোহস্য মধ্যং

ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥ ১০ ॥

ত্বয়ি—আপনাতে (ভগবান); অগ্রে—আদিত; আসীৎ—ছিল; ত্বয়ি—আপনাতে; মধ্যে—মধ্যে; আসীৎ—ছিল; ত্বয়ি—আপনাতে; অন্তে—অন্তে; আসীৎ—ছিল; ইদম্—এই জগৎ; আত্ম-তন্ত্রে—সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে; ত্বম্—আপনি; আদিঃ—আদি; অন্তঃ—অন্ত; জগতঃ—জগতের; অস্য—এই; মধ্যম্—মধ্য; ঘটস্য—ঘটের; মৃৎস্না ইব—মাটির মতো; পরঃ—চিন্ময়; পরস্মাৎ—প্রধান হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হে ভগবান্, আপনি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আপনার থেকে এই জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে আশ্রয় করেই তা বিরাজ করে এবং চরমে তা আপনাতেই লীন হয়ে যায়। আপনিই সব কিছুর আদি, মধ্য এবং অন্ত, ঠিক যেমন মাটি হচ্ছে ঘটের কারণ ও আশ্রয় এবং অবশেষে সেই ঘট ভেঙ্গে গেলে তা আবার মাটিতেই মিশে যায়।

শ্লোক ১১

ত্বং মায়য়াত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং

নির্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ ।

পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো

গুণব্যবায়ৈহপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ ॥ ১১ ॥

ত্বম্—আপনি; মায়য়া—আপনার নিত্য শক্তির দ্বারা; আত্ম-আশ্রয়য়া—যার অস্তিত্ব আপনার আশ্রয়ের অধীন; স্বয়া—আপনার থেকে উদ্ভূত; ইদম্—এই; নির্মায়—সৃষ্টির জন্য; বিশ্বম্—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; তৎ—তাতে; অনুপ্রবিষ্টঃ—আপনি প্রবেশ করেন; পশ্যন্তি—তঁারা দর্শন করে; যুক্তাঃ—যাঁরা আপনার সংস্পর্শে রয়েছে; মনসা—মনের দ্বারা; মনীষিণঃ—উন্নত চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির; গুণ—জড়া প্রকৃতির গুণের;

ব্যবাস্তে—রূপান্তরে; অপি—যদিও; অণুণম্—জড়া প্রকৃতির গুণের স্পর্শরহিত; বিপশ্চিতঃ—যাঁরা শাস্ত্রতত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি আপনাতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং আপনি অন্য কারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। আপনার নিজের শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রবেশ করেছেন। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁরা পূর্ণরূপে শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত, এবং যাঁরা ভক্তিয়োগের অনুশীলনের দ্বারা সমস্ত জড় কলুষ থেকে নির্মল হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের শুদ্ধ অন্তঃকরণে দর্শন করতে পারেন যে, যদিও আপনি জড় গুণের রূপান্তরের ভিতর অবস্থান করেন, তবুও আপনি জড়া প্রকৃতির স্পর্শরহিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/১০) ভগবান বলেছেন—

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

“হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যাক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।” জড়া প্রকৃতি সমগ্র জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারকার্য সম্পাদন করেন ভগবানের নির্দেশ অনুসারে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না। ভগবদ্গীতায় ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টিকারী তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে মম মায়া বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ এই মায়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যাঁরা পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নত, তাঁরাই কেবল সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ১২

যথাগ্নিমেধস্যমৃতং চ গোষু

ভুব্যন্নমস্তুদ্যমনে চ বৃত্তিম্ ।

যোঁগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং

গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥ ১২ ॥

যথা—যেমন; অগ্নি—অগ্নি; এধসি—কাঠে; অমৃতম্—অমৃততুল্য দুগ্ধ; চ—এবং; গোষু—গাভী থেকে; ভূবি—ভূমিতে; অন্নম্—অন্ন; অম্বু—জল; উদ্যমেন—উদ্যোগে; চ—ও; বৃত্তিম্—জীবিকা; যোগৈঃ—ভক্তিয়োগের অনুশীলনের দ্বারা; মনুষ্যাঃ—মানুষেরা; অধিযন্তি—প্রাপ্ত হয়; হি—বস্তুতপক্ষে; ত্বাম্—আপনি; গুণেষু—জড় প্রকৃতির গুণে; বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা; কবয়ঃ—মহাপুরুষেরা; বদন্তি—বলেন।

অনুবাদ

যেভাবে কাঠ থেকে অগ্নি, গাভী থেকে দুগ্ধ, ভূমি থেকে অন্ন ও জল, এবং উদ্যোগ থেকে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, তেমনই ভক্তিয়োগের অনুশীলনের দ্বারা এই জড় জগতেও আপনার অনুগ্রহ লাভ করা যায় অথবা বুদ্ধির দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সেই কথা বলে গেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান যদিও নির্গুণ, এবং যদিও তিনি এই জগতে অবস্থান করেন না, তবুও সমগ্র জড় জগৎ তাঁর দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, ময়া ততমিদং সর্বম্ । জড় জগৎ ভগবানেরই শক্তির বিস্তার, এবং সমগ্র জগৎ তাঁকে আশ্রয় করেই বিরাজ করে (মৎস্থানি সর্বভূতানি)। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এখানে অবস্থান করেন না (ন চাহং তেষুবস্থিতঃ)। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভক্তিয়োগের অনুশীলনের মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। পূর্বজন্মে অভ্যাস না করলে সাধারণত ভক্তিয়োগের অনুশীলন শুরু করা যায় না। অধিকন্তু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলেই কেবল ভক্তিয়োগ শুরু করা যায়। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ।

ভক্তিয়োগের অনুশীলনের দ্বারাই কেবল ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায় (প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সदैব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি)। অন্য কোন উপায়ে, অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায় না। শ্রীগুরুর নির্দেশনায় ভক্তিয়োগের অনুশীলন করা অবশ্য কর্তব্য (শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্)। তখন, এই জড় জগতে থাকা সত্ত্বেও, ভগবান যদিও এখানে প্রত্যক্ষ নন, তবুও ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে পারেন। সেই কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে (ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ), এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে (ভক্ত্যাহমেকয়া

গ্রাহ্যঃ)। এইভাবে ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও অভক্তদের পক্ষে তাঁকে দেখা অথবা বোঝা সম্ভব নয়।

এই শ্লোকে ভক্তিয়োগের অনুশীলনের তুলনা করা হয়েছে কয়েকটি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে। ঘর্ষণের ফলে কাষ্ঠ থেকে অগ্নি উৎপন্ন করা যায়, ভূমি খনন করার ফলে অন্ন এবং জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং গাভী দোহন করার ফলে অমৃততুল্য দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুধপান করলে অবশ্য অমৃত-পানের মতো অমরত্ব লাভ করা যায় না, তবে তার ফলে নিশ্চিতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আধুনিক সভ্যতায় মানুষ দুধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তাই তারা দীর্ঘকাল বাঁচে না। যদিও এই যুগে মানুষের আয়ু একশ বছর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের আয়ু হ্রাস পেয়েছে, কারণ তারা প্রচুর পরিমাণে দুধপান করে না। এটিই কলিযুগের লক্ষণ। কলিযুগে দুধপানের পরিবর্তে মানুষ পশুহত্যা করে সেই পশুর মাংস আহার করাই শ্রেয় বলে মনে করে। ভগবদ্গীতায় ভগবান গোরক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। গোপালন করা উচিত, গাভী থেকে দুগ্ধ দোহন করা উচিত, এবং সেই দুগ্ধ থেকে বিভিন্নভাবে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা উচিত। যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পান করা উচিত, এবং তার ফলে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয়, মস্তিষ্ক উর্বর হয়, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন সম্ভব হয় এবং চরমে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। মাটি খনন করে যেমন অন্ন এবং জল প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যিক, তেমনই গোপালন করে গাভী থেকে অমৃততুল্য দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

এই যুগের মানুষেরা বিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য যান্ত্রিক উন্নতির ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়, সেই অনুষ্ঠানে তারা আগ্রহী নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ*। আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে মানুষ জানে না যে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। দুর্ভাগ্যবশত জীবনের সেই লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়ার ফলে, তারা নৈরাশ্যের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করে (মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ)। তথাকথিত বৈশ্য বা ব্যবসায়ীরা বড় বড় কলকারখানা তৈরি করে বিশাল উদ্যোগে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু তারা অন্ন এবং দুগ্ধ উৎপাদনে আগ্রহী নয়। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে মরুভূমিতেও মাটি খনন করে জল পাওয়া যায় এবং অন্ন উৎপাদন করা যায়। আমরা যখন অন্ন এবং শাক-সবজি উৎপাদন করি, তখন আমরা অনায়াসে গোরক্ষা করতে পারি। গোরক্ষার ফলে গাভী থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়; এবং দুধ, অন্ন ও শাক-সবজির সমন্বয়ে শত শত অমৃততুল্য আহার্য উৎপাদন করা যায়। আমরা

মহা আনন্দে সেই খাদ্য আহার করতে পারি এবং তার ফলে শিল্পোদ্যোগ ও বেকারত্ব পরিহার করতে পারি।

কৃষিকার্য এবং গোরক্ষা পাপমুক্ত হওয়ার পন্থা এবং তার ফলে মানুষ ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। যারা পাপী, তারা ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্তত্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

“যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।” এই কলিযুগের অধিকাংশ মানুষই পাপী, অন্নায়ু, দুর্ভাগা এবং উপদ্রুত (মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দাভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ)। তাদের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন—

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

“এই কলহঁ এবং কপটতার যুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।”

শ্লোক ১৩

তং ত্বাং বয়ং নাথ সমুজ্জিহানং

সরোজনাভাতিচিরেক্সিতার্থম্ ।

দৃষ্ট্বা গতা নির্বৃতমদ্য সর্বে

গজা দবার্তা ইব গাঙ্গমন্তঃ ॥ ১৩ ॥

তম্—হে ভগবান; ত্বাম্—আপনি; বয়ম্—আমরা সকলে; নাথ—হে প্রভু; সমুজ্জিহানম্—এখন সমস্ত মহিমা সহকারে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত; সরোজনাভ—হে পদ্মনাভ ভগবান; অতি-চির—দীর্ঘকাল; ঈক্সিত—বাসনা করে; অর্থম্—জীবনের চরম উদ্দেশ্যের জন্য; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; গতাঃ—আমাদের দৃষ্টিতে; নির্বৃতম্—চিন্ময় সুখ; অদ্য—আজ; সর্বে—আমরা সকলে; গজাঃ—হস্তী; দব-অর্তাঃ—দাবান্নি-দক্ষ; ইব—সদৃশ; গাঙ্গম্ অন্তঃ—গঙ্গার জল।

অনুবাদ

দাবাগ্নি পীড়িত হস্তীগণ যেমন গঙ্গার জল প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত সুখী হয়, তেমনই, হে পদ্মনাভ ভগবান, যেহেতু এখন আপনি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই আমরা দিব্য আনন্দ অনুভব করছি। আমরা দীর্ঘকাল ধরে আপনার দর্শনের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিন্তু এখন আপনাকে দর্শন করে আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তরা সর্বদাই ভগবানকে দর্শন করার জন্য উদ্গ্রীব থাকেন, কিন্তু তাঁরা কখনও দাবি করেন না যে, ভগবান তাঁদের সম্মুখে এসে তাঁদের দর্শন দান করুন। কারণ শুদ্ধ ভক্তরা এই ধরনের দাবিকে ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল বলে মনে করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন। অদর্শনান্ মর্মহতাং করোতু বা। ভক্তরা সর্বদাই ভগবানকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল থাকেন, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরেও যদি তাঁরা তাঁকে দর্শন করতে না পারেন, তবুও তাঁরা কখনও ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আদেশ করেন না। এটিই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। তাই এই শ্লোকে অতিচিরেঙ্গিতার্থম্ শব্দটির উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ভক্ত দীর্ঘকাল ভগবানের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবান যদি নিজের সুখের জন্য ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তা হলে ভক্ত অবশ্যই অত্যন্ত সুখী হন। ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন ভগবানের কাছে কোন বর প্রত্যাশা করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ এতই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে তিনি ভগবানের কাছে কোন বর প্রার্থনা করেননি (স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে)। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে দর্শন করতে না পারলেও সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, এবং আশা করেন যে, কোন না কোন সময়ে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হবেন যাতে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

স ত্বং বিধৎস্বাখিললোকপালা

বয়ং যদর্থাস্তব পাদমূলম্ ।

সমাগতাস্তে বহিরন্তরাগ্নম্

কিং বান্যবিজ্ঞাপ্যমশেষসাক্ষিণঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তা; ত্বম্—আপনি; বিধৎস্ব—দয়া করে যা প্রয়োজন করুন; অখিল-লোক-পালাঃ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের লোকপালগণ; বয়ম্—আমরা; যৎ—যা; অর্থঃ—উদ্দেশ্য; তব—আপনার; পাদ-মূলম্—শ্রীপাদপদ্ম; সমাগতাঃ—আমরা উপস্থিত হয়েছি; তে—আপনাকে; বহিঃ-অন্তঃ-আত্মন—সকলের পরমাত্মা, বাহিরে এবং অন্তরে নিরন্তর সাক্ষী; কিম্—কি; বা—অথবা; অন্য-বিজ্ঞাপ্যম্—আমাদের বলার আছে; অশেষ-সাক্ষিণঃ—সব কিছুই সাক্ষী এবং জ্ঞাতা।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের লোকপাল সমস্ত দেবতাগণ আপনার শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছি। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এখানে এসেছি, তা আপনি দয়া করে চরিতার্থ করুন। আপনি অন্তরে এবং বাহিরে সব কিছুই সাক্ষী। আপনার অজ্ঞাত কিছুই নেই, এবং তাই আপনাকে পুনরায় বলার কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) উল্লেখ করা হয়েছে—ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত। জীবাত্মারা তাদের নিজেদের দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ। যেহেতু তিনি সকলেরই শরীরের সাক্ষী তাই তাঁর অজ্ঞাত কিছুই নেই। তিনি জানেন আমাদের কি প্রয়োজন। তাই আমাদের কর্তব্য, শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ তা হলে কৃপা করে, আমাদের ভক্তি সম্পাদনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই সরবরাহ করবেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদের কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে হবে। তা হলে আমরা না চাইলেও, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা সবই শ্রীকৃষ্ণ সরবরাহ করবেন।

শ্লোক ১৫

অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে

দক্ষাদয়োহগ্নেরিব কেতবস্তে ।

কিং বা বিদামেশ পৃথগ্ভিতা

বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্ ॥ ১৫ ॥

অহম্—আমি (ব্রহ্মা); গিরিত্রঃ—গিরিশ (শিব); চ—ও; সুর-আদয়ঃ—সমস্ত দেবতাগণ; যে—আমরা যেমন; দক্ষ-আদয়ঃ—মহারাজ দক্ষ প্রভৃতি; অগ্নেঃ—অগ্নির; ইব—সদৃশ; কেতবঃ—স্ফুলিঙ্গ; তে—আপনার; কিম্—কি; বা—অথবা; বিদাম—আমরা বুঝতে পারি; ঈশ—হে ভগবান; পৃথক্-বিভাতাঃ—আপনার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে; বিধৎস্ব—দয়া করে আপনি আমাদের প্রদান করুন; শম্—সৌভাগ্য; নঃ—আমরা; দ্বিজ-দেব-মন্ত্রম্—ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের মুক্তির উপযুক্ত উপায়।

অনুবাদ

আমি (ব্রহ্মা), শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ ও দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো আপনার থেকে প্রকাশিত। যেহেতু আমরা আপনার অংশ, তাই আমাদের মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা কি বুঝতে পারি? হে ভগবান, দয়া করে ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের উপযুক্ত মুক্তির উপায় আপনি আমাদের প্রদান করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দ্বিজদেবমন্ত্রম্ শব্দটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। মন্ত্র শব্দটির অর্থ ‘যা জড় জগৎ থেকে উদ্ধার করে’। দ্বিজ এবং দেবতারাই কেবল ভগবানের উপদেশে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবান যা কিছু বলেন তাই মন্ত্র, এবং তা বদ্ধ জীবকে মনোধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। বদ্ধ জীবেরা জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত (মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কষতি)। এই সংগ্রাম থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের পরম শ্রেয়, কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে মন্ত্র প্রাপ্ত না হলে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। আদি মন্ত্র হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র। তাই, সংস্কারের পর মানুষ যখন ব্রাহ্মণ (দ্বিজ) হওয়ার যোগ্য হয়, তখন তাকে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়। কেবল গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার ফলে মানুষ উদ্ধার লাভ করতে পারে। এই মন্ত্র কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদেরই উপযুক্ত। কলিযুগে আমরা সকলেই এক বিষম পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছি, যে জন্য আমাদের উপযুক্ত মন্ত্রের প্রয়োজন, এবং তা এই কলিযুগের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারে। তাই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করেছেন।

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

“এই কলহ এবং কপটতার যুগে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র

নাম কীর্তন করা। এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।” শিক্ষাষ্টকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্—“শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!” হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র ভগবান স্বয়ং কীর্তন করেছেন, যিনি আমাদের উদ্ধার লাভের জন্য এই মন্ত্র প্রদান করেছেন।

সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা কোন মনগড়া পন্থা উদ্ভাবন করতে পারি না। এখানে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ, এবং দক্ষ আদি প্রজাপতিগণকে ভগবানের উপস্থিতিতে জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গের মতো বলা হয়েছে, ঠিক যেমন স্ফুলিঙ্গ বৃহৎ অগ্নিপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ। স্ফুলিঙ্গগুলি যতক্ষণ আগুনের সংস্পর্শে থাকে, ততক্ষণ তাদের অগ্নিময় অস্তিত্ব বজায় থাকে। তেমনই, আমাদের ভগবানের সংস্পর্শে থেকে ভক্তি সহকারে নিরন্তর ভগবানের সেবা করা উচিত, কারণ তা হলে আমরাও উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময় থাকব। ভগবানের সেবা থেকে পতিত হওয়া মাত্রই আমাদের উজ্জ্বল্য এবং প্রভা তৎক্ষণাৎ হারিয়ে যায়, অথবা অন্তত কিছু সময়ের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। স্ফুলিঙ্গ সদৃশ জীব যখন অগ্নি সদৃশ ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাকে অবশ্যই ভগবানের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দান করে গেছেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, আমরা এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারব।

শ্লোক ১৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিরিঞ্চাদিভিরীড়িতস্তদ্

বিজ্জায় তেষাং হৃদয়ং যথৈব ।

জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা

বদ্ধাঞ্জলীন্ সংবৃতসর্বকারকান্ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; এবম্—এইভাবে; বিরিঞ্চ-আদিভিঃ—ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা; ঈড়িতঃ—পূজিত হয়ে; তৎ বিজ্জায়—অভিপ্রায় জেনে; তেষাম্—তাদের; হৃদয়ম্—হৃদয়; যথা—যেমন; এব—বস্তুতপক্ষে; জগাদ—উত্তর দিয়েছিলেন; জীমূত-গভীরয়া—মেঘগভীর স্বরে; গিরা—বাক্যের দ্বারা;

বদ্ধাঞ্জলীন্—যে সমস্ত দেবতারা করজোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের; সংবৃত—সংযত; সর্ব—সমস্ত; কারকান্—ইন্দ্রিয়ের।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ব্রহ্মা আদি দেবতারা যখন এইভাবে ভগবানের স্তব করলেন, তখন ভগবান তাঁদের অভিপ্রায় জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মেঘগন্তীর বাক্যে বদ্ধাঞ্জলি এবং সংযত-ইন্দ্রিয় দেবতাদের বললেন।

শ্লোক ১৭

এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্যে সুরেশ্বরঃ ।

বিহর্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

একঃ—একলা; এব—বস্তুতপক্ষে; ঈশ্বরঃ—ভগবান; তস্মিন্—তাতে; সুর-কার্যে—দেবতাদের কার্যে; সুর-ঈশ্বরঃ—দেবতাদের ঈশ্বর ভগবান; বিহর্তু—লীলা-বিলাসের জন্য; কামঃ—বাসনা করে; তান্—দেবতাদের; আহ—বলেছিলেন; সমুদ্র-উন্মথন-আদিভিঃ—সমুদ্রমস্থন আদির দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও দেবতাদের ঈশ্বর ভগবান একাই দেবতাদের কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে সমর্থ ছিলেন, তবুও, সমুদ্রমস্থন লীলা উপভোগ করার ইচ্ছা করে তিনি তাঁদের বলেছিলেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হস্ত ব্রহ্মন্নহো শস্তো হে দেবা মম ভাষিতম্ ।

শৃণুতাবহিতাঃ সর্বে শ্রেয়ো বঃ স্যাৎ যথা সুরাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; হস্ত—তাঁদের সম্বোধন করে; ব্রহ্মন্—অহো—হে ব্রহ্মা; শস্তো—হে শস্তু; হে—হে; দেবাঃ—দেবতাগণ; মম—আমার; ভাষিতম্—বাণী; শৃণুত—শ্রবণ কর; অবহিতাঃ—গভীর মনোযোগ সহকারে; সর্বে—তোমরা সকলে; শ্রেয়ঃ—সৌভাগ্য; বঃ—তোমাদের সকলের; স্যাৎ—হবে; যথা—যেমন; সুরাঃ—দেবতাদের জন্য।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে ব্রহ্মা, হে শিব, হে দেবতাগণ, গভীর মনোযোগ সহকারে আমার বাক্য শ্রবণ কর, কারণ আমি যা বলছি তার ফলে তোমাদের শ্রেয় লাভ হবে।

শ্লোক ১৯

যাত দানবদৈতেতৈস্তাবৎ সন্ধিবিধীয়তাম্ ।

কালেনানুগৃহীতৈস্তৈর্যাবদ্ বো ভব আত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যাত—সম্পাদন কর; দানব—দানব; দৈতেতৈঃ—এবং দৈত্যগণ সহ; তাবৎ—ততক্ষণ; সন্ধিঃ—সন্ধি; বিধীয়তাম্—সম্পন্ন কর; কালেন—অনুকূল সময়ের দ্বারা (অথবা কাব্যেন—শুক্রাচার্যের দ্বারা); অনুগৃহীতৈঃ—আশীর্বাদ প্রাপ্ত; তৈঃ—তাদের সঙ্গে; যাবৎ—যতক্ষণ; বঃ—তোমরা; ভবঃ—সৌভাগ্য; আত্মনঃ—তোমাদের।

অনুবাদ

যতক্ষণ তোমাদের সমৃদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তোমরা কালের দ্বারা অনুগৃহীত দৈত্য এবং দানবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের একটি শব্দের দুটি পাঠ রয়েছে—কালেন এবং কাব্যেন। কালেন শব্দটির অর্থ ‘কালের দ্বারা অনুগৃহীত’ এবং কাব্যেন শব্দটির অর্থ ‘শুক্রাচার্যের দ্বারা অনুগৃহীত’, কারণ শুক্রাচার্য দৈত্যদের গুরু। দৈত্য এবং দানবেরা উভয় দিক দিয়েই অনুগৃহীত হয়েছিল, এবং তাই ভগবান দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁদের অনুকূল সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত দৈত্য এবং দানবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে।

শ্লোক ২০

অরয়োহপি হি সন্ধেয়াঃ সতি কার্যার্থগৌরবে ।

অহিমৃষিকবদ্ দেবা হ্যর্থস্য পদবীং গঠৈঃ ॥ ২০ ॥

অরয়ঃ—শত্রুগণ; অপি—যদিও; হি—বস্তুতপক্ষে; সন্ধেয়াঃ—সন্ধি স্থাপনে যোগ্য;
সতি—এই প্রকার হয়ে; কার্য-অর্থ-গৌরবে—গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য;
অহি—সর্প; মূষিক—ইঁদুর; বৎ—সদৃশ; দেবাঃ—হে দেবতাগণ; হি—বস্তুতপক্ষে;
অর্থস্য—স্বার্থের; পদবীম্—পদ; গতৈঃ—এই প্রকার হয়ে।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, নিজের হিতসাধন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেই জন্য শত্রুর
সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করতে হয়। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্প-মূষিক ন্যায়
অনুসারে কার্য করতে হয়।

তাৎপর্য

এক সময় একটি সর্প এবং একটি মূষিক একটি বাঞ্চে বন্দি হয়। মূষিক যেহেতু
সর্পের আহার, তাই সর্পের পক্ষে এটি একটি খুব সুন্দর সুযোগ ছিল। কিন্তু,
যেহেতু উভয়েই সেই বাঞ্চে বন্দি হয়ে পড়েছিল, তাই সর্প সেই মূষিককে আহার
করলেও সেই বাঞ্চ থেকে মুক্ত হতে পারত না। তাই সর্প মূষিকের সঙ্গে সন্ধি
স্থাপন করা সমীচীন বলে মনে করে মূষিককে সেই বাঞ্চে একটি ছিদ্র তৈরি করতে
বলে, যাতে তারা দুজনেই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সর্পের অভিসন্ধি
ছিল মূষিকটি ছিদ্র তৈরি করলে পর তাকে আহার করে সেই ছিদ্র দিয়ে সে বাঞ্চ
থেকে বেরিয়ে যাবে। একে বলা হয় সর্প-মূষিক ন্যায়।

শ্লোক ২১

অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্রিয়তামবিলম্বিতম্ ।

যস্য পীতস্য বৈ জন্তুর্মৃত্যুগ্রস্তোহমরো ভবেৎ ॥ ২১ ॥

অমৃত-উৎপাদনে—অমৃত উৎপাদনের জন্য; যত্নঃ—প্রচেষ্টা; ক্রিয়তাম্—কর;
অবিলম্বিতম্—অবিলম্বে; যস্য—যে অমৃতের; পীতস্য—পান করার ফলে; বৈ—
বস্তুতপক্ষে; জন্তুঃ—জীব; মৃত্যু-গ্রস্তঃ—আসন্ন মৃত্যুর বিপদগ্রস্ত; অমরঃ—অমর;
ভবেৎ—হতে পারে।

অনুবাদ

এখনই তোমরা অমৃত উৎপাদনের চেষ্টা কর, যা পান করলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও
অমর হয়।

শ্লোক ২২-২৩

ক্ষিপ্তা ক্ষীরোদধৌ সর্বা বীরুত্বলতৌষধীঃ ।

মস্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥ ২২ ॥

সহায়েন ময়া দেবা নির্মস্থধ্বমতদ্রিতাঃ ।

ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যুয়ং ফলগ্রহাঃ ॥ ২৩ ॥

ক্ষিপ্তা—নিষ্ক্ষেপ করে; ক্ষীর-উদধৌ—ক্ষীরসমুদ্রে; সর্বাঃ—সর্বপ্রকার; বীরুৎ—গুল্ম; তৃণ—তৃণ; লতা—লতা; ঔষধীঃ—এবং ঔষধী; মস্থানম্—মস্থানদণ্ড; মন্দরম্—মন্দর পর্বতকে; কৃত্বা—করে; নেত্রম্—মস্থানরজ্জ্ব; কৃত্বা—করে; তু—কিন্তু; বাসুকিম্—বাসুকিকে; সহায়েন—সহায়ক সহ; ময়া—আমার দ্বারা; দেবাঃ—সমস্ত দেবতারা; নির্মস্থধ্বম্—মস্থান করতে থাক; অতদ্রিতাঃ—অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে নিরলসভাবে; ক্লেশ-ভাজঃ—ক্লেশভাগী; ভবিষ্যন্তি—হবে; দৈত্যাঃ—দৈত্যগণ; যুয়ম্—কিন্তু তোমরা সকলে; ফল-গ্রহাঃ—প্রকৃত ফল লাভ করবে।

অনুবাদ

হে দেবতাগণ, ক্ষীরসমুদ্রে সর্বপ্রকার গুল্ম, তৃণ, লতা ও ঔষধী নিষ্ক্ষেপ করে মন্দার পর্বতকে মস্থানদণ্ড এবং বাসুকিকে মস্থানরজ্জ্ব করে, আমার সাহায্যে তোমরা একাগ্রচিত্তে ক্ষীরসমুদ্র মস্থান কর। তার ফলে দৈত্যরা ক্লেশভাগী হবে, কিন্তু তোমরা দেবতারা ফলভাগী হয়ে সমুদ্রোত্তীর্ণ অমৃত লাভ করবে।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, যখন দুধে সব রকম ঔষধী, লতা, তৃণ এবং গুল্ম নিষ্ক্ষেপ করে সেই দুধ মস্থান করা হয়, তখন দুধের সঙ্গে ঔষধী, লতা, গুল্মের মিশ্রণের ফলে অমৃত লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৪

যুয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ ।

ন সংরন্ত্বেণ সিধ্যন্তি সর্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা ॥ ২৪ ॥

যুয়ম্—তোমরা সকলে; তৎ—তা; অনুমোদধ্বম্—অনুমোদন করো; যৎ—যা কিছু; ইচ্ছন্তি—তারা বাসনা করে; অসুরাঃ—অসুরেরা; সুরাঃ—হে দেবতাগণ; ন—না;

সংরম্ভেণ—ক্রুদ্ধ হয়ে; সিধ্যন্তি—সফল হয়; সর্ব-অর্থাঃ—সমস্ত বাসনা; সান্ত্বয়া—
শান্তিপূর্বক সম্পাদন করার ফলে; যথা—যেমন।

অনুবাদ

হে দেবগণ, ধৈর্য এবং শান্তির দ্বারা সব কিছুই সিদ্ধ হয়, কিন্তু ক্রোধের দ্বারা
হয় না। অতএব, অসুরেরা যা চাইবে, তোমরা তাই অনুমোদন করো।

শ্লোক ২৫

ন ভেতব্যং কালকূটাদ্ বিষাজ্জলধিসন্তবাৎ ।

লোভঃ কার্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্ত বস্তুষু ॥ ২৫ ॥

ন—না; ভেতব্যম্—ভীত হওয়া উচিত; কালকূটাৎ—কালকূট; বিষাৎ—বিষ থেকে;
জলধি—ক্ষীরসমুদ্র থেকে; সন্তবাৎ—যা উৎপন্ন হবে; লোভঃ—লোভ; কার্যঃ—
কার্য; ন—না; বঃ—তোমাদের; জাতু—কোন সময়; রোষঃ—ক্রোধ; কামঃ—কাম;
তু—এবং; বস্তুষু—উৎপন্ন বস্তুতে।

অনুবাদ

সমুদ্র থেকে কালকূট নামক বিষ উৎপন্ন হবে, কিন্তু তোমরা সেই বিষকে ভয়
করো না, এবং সমুদ্র মন্থনের ফলে যখন বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হবে, তখন সেগুলি
লাভ করার জন্য লালায়িত হয়ো না এবং ক্রুদ্ধ হয়ো না।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, সমুদ্র মন্থনের ফলে ক্ষীরসমুদ্র থেকে বিব, বহু
মূল্যবান মণিরত্ন, অমৃত এবং বহু সুন্দরী রমণী উৎপন্ন হবে। কিন্তু ভগবান
দেবতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, মণিরত্ন অথবা সুন্দরী রমণীর প্রতি লোভাতুর
না হয়ে ধৈর্য সহকারে অমৃতের জন্য প্রতীক্ষা করতে। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অমৃত
লাভ করা।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দেবান্ সমাদিশ্য ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

তেষামন্তর্দধে রাজন্ স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; দেবান্—সমস্ত দেবতারা; সমাদিশ্য—উপদেশ দিয়ে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; পুরুষ-উত্তমঃ—পুরুষশ্রেষ্ঠ; তেষাম্—তাদের থেকে; অন্তর্দধে—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; রাজন্—হে রাজন্; স্বচ্ছন্দ—মুক্ত; গতিঃ—যাঁর গতিবিধি; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে, স্বচ্ছন্দগতি পুরুষোত্তম ভগবান তাঁদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ২৭

অথ তস্মৈ ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ ।

ভবশ্চ জগ্মতুঃ স্বং স্বং ধামোপেয়ুবলিং সুরাঃ ॥ ২৭ ॥

অথ—তারপর; তস্মৈ—তাকে; ভগবতে—ভগবানকে; নমস্কৃত্য—প্রণতি নিবেদন করে; পিতামহঃ—ব্রহ্মা; ভবঃ চ—শিব; জগ্মতুঃ—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; স্বম্—স্বম্—তাদের নিজেদের; ধাম—ধামে; উপেয়ুঃ—সমীপবর্তী হয়েছিলেন; বলিম্—মহারাজ বলি; সুরাঃ—সমস্ত দেবতাগণ।

অনুবাদ

তারপর ব্রহ্মা এবং শিব ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সমস্ত দেবতারা তখন বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

দৃষ্টারীনপ্যসংযতান্ জাতক্ক্ষোভান্ স্বনায়কান্ ।

ন্যষেধদ্ দৈত্যরাট্ শ্লোক্যঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টা—দর্শন করে; অরীন্—শত্রুদের; অপি—যদিও; অসংযতান্—যুদ্ধে অনুদ্যত; জাত-ক্ষোভান্—যারা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল; স-নায়কান্—তাঁর সেনাপতিদের; ন্যষেধৎ—

নিষেধ করেছিলেন; দৈত্যরাট্—দৈত্যরাজ বলি; শ্লোক্যঃ—অত্যন্ত সম্মানিত এবং বিখ্যাত; সন্ধি—সন্ধি স্থাপনের জন্য; বিগ্রহ—এবং যুদ্ধের জন্য; কাল—সময়; বিৎ—সম্পূর্ণরূপে অবগত।

অনুবাদ

দৈত্যদের অত্যন্ত মহান রাজা বলি কখন সন্ধি স্থাপন করতে হয় এবং কখন যুদ্ধ করতে হয়, সেই কথা খুব ভালভাবে জানতেন। তাই যদিও তাঁর সেনা নায়কেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে দেবতাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মহারাজ বলি দেবতাদের যুদ্ধে অনুদ্যত দেখে, তাঁর সেনানায়কদের নিষেধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সদাচারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—গৃহে শত্রুমপি প্রাপ্তং বিশ্বস্তমকুতোভয়ম্। গৃহে যদি শত্রুও আসে, তা হলে তাদের এমনভাবে অভ্যর্থনা করতে হবে যাতে তাদের মনে কোন ভয় না থাকে। বলি মহারাজ সন্ধি ও যুদ্ধের কলায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি দেবতাদের অত্যন্ত আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলেন, যদিও তাঁর সেনানায়কেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ও এই প্রকার আচরণ দেখা গেছে। পাণ্ডব এবং কৌরবেরা দিনের বেলা সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতেন, এবং দিনান্তে তাঁরা বন্ধুর মতো পরস্পরের শিবিরে যেতেন ও মিত্রবৎ অভ্যর্থিত হতেন। এই ধরনের মৈত্রীপূর্ণ মিলনে এক শত্রু অন্য শত্রুকে তিনি যা চাইতেন তাই দিতেন। সেটিই ছিল প্রচলিত প্রথা।

শ্লোক ২৯

তে বৈরোচনিমাসীনং গুপ্তং চাসুরযুথৈপঃ ।

শ্রিয়া পরময়া জুষ্টং জিতাশেষমুপাগমন্ ॥ ২৯ ॥

তে—সেই দেবতারা; বৈরোচনিম্—বিরোচনপুত্র বলিরাজকে; আসীনম্—উপবেশন করে; গুপ্তম্—সুরক্ষিত; চ—এবং; অসুর-যুথৈপঃ—অসুর সেনাপতিদের দ্বারা; শ্রিয়া—ঐশ্বর্যের দ্বারা; পরময়া—পরম; যুষ্টম্—আশীর্বাদপুষ্ট; জিত-অশেষম্—যিনি সারা জগতের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন; উপাগমন্—সমীপবর্তী হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দেবতারা বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজের সমীপে উপবেশন করেছিলেন। বলি মহারাজ তাঁর অসুর সেনাপতিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন এবং ত্রিলোক বিজয় করার ফলে পরম ঐশ্বর্যশালী ছিলেন।

শ্লোক ৩০

মহেন্দ্রঃ শ্লক্ষয়া বাচা সান্ত্বয়িত্বা মহামতিঃ ।

অভ্যভাষত তৎ সর্বং শিক্ষিতং পুরুষোত্তমাৎ ॥ ৩০ ॥

মহা-ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; শ্লক্ষয়া—অত্যন্ত মৃদু; বাচা—বাক্যের দ্বারা; সান্ত্বয়িত্বা—বলি মহারাজের প্রসন্নতা বিধান করে; মহামতিঃ—অত্যন্ত বুদ্ধিমান; অভ্যভাষত—সম্ভাষণ করেছিলেন; তৎ—তা; সর্বম্—সব কিছু; শিক্ষিতম্—যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; পুরুষোত্তমাৎ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে।

অনুবাদ

মৃদু বাক্যের দ্বারা বলি মহারাজের প্রসন্নতা বিধান করে, মহামতি দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত প্রস্তাব অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তত্ত্বরোচত দৈত্যস্য তত্রান্যে যেহসুরাধিপাঃ ।

শম্বরোহরিষ্টনেমিষ্ঠ যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ ॥ ৩১ ॥

তৎ—সেই সমস্ত বাক্য; তু—কিন্তু; অরোচত—অত্যন্ত রুচিকর হয়েছিল; দৈত্যস্য—বলি মহারাজের; তত্র—এবং; অন্যে—অন্যদের; যে—যারা; অসুর-অধিপাঃ—অসুর নায়কগণ; শম্বরঃ—শম্বর; অরিষ্টনেমিঃ—অরিষ্টনেমি; চ—ও; যে—অন্য যারা; চ—এবং; ত্রিপুর-বাসিনঃ—ত্রিপুরের সমস্ত অধিবাসী।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের সেই প্রস্তাব বলি মহারাজ এবং তাঁর পার্শ্বদ শম্বর, অরিষ্টনেমি আদি ত্রিপুরবাসী সমস্ত অসুরদের রুচিকর হওয়ায়, তারা তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে রাজনীতি, কূটনীতি, প্রতারণা করার প্রবণতা, এবং এই পৃথিবীতে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যে সমস্ত আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতা দেখা যায়, তা উচ্চতর লোকেও রয়েছে। দেবতারা অমৃত উৎপাদন করার প্রস্তাব নিয়ে বলি মহারাজের কাছে গিয়েছিলেন। অসুরেরা তৎক্ষণাৎ এই মনে করে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে, দেবতারা যেহেতু দুর্বল, তাই অমৃত উৎপাদনের পর অসুরেরা তাঁদের কাছ থেকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তা অনায়াসে গ্রহণ করবে। দেবতাদেরও সেই একই উদ্দেশ্য ছিল। একমাত্র পার্থক্য এই যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের পক্ষে ছিলেন, কারণ দেবতারা তাঁর ভক্ত, এবং অসুরেরা তাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে দুটি পক্ষ রয়েছে—বিষ্ণুপক্ষ বা ভগবদ্ভক্তপক্ষ, এবং ভগবদ্-বিরোধী পক্ষ। ভগবদ্-বিরোধী পক্ষ কখনই সুখী বা জয়ী হতে পারে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তপক্ষ সর্বদাই সুখী এবং বিজয়ী হয়।

শ্লোক ৩২

ততো দেবাসুরাঃ কৃত্বা সংবিদং কৃতসৌহৃদাঃ ।

উদ্যমং পরমং চক্রুরমৃতার্থে পরন্তপ ॥ ৩২ ॥

ততঃ—তারপর; দেব-অসুরাঃ—দেবতা এবং দানব উভয়েই; কৃত্বা—সম্পাদন করে; সংবিদম্—নির্দেশ করে; কৃত-সৌহৃদাঃ—তাঁদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করে; উদ্যমম্—উদ্যোগ; পরমম্—পরম; চক্রুঃ—তাঁরা করেছিলেন; অমৃত-অর্থে—অমৃত লাভের জন্য; পরন্তপ—হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ, তারপর দেবতা এবং অসুরেরা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন। তারপর মহা উদ্যোগে তাঁরা ইন্দের প্রস্তাব অনুসারে অমৃত উৎপাদনের আয়োজন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংবিদম্ শব্দটি মহত্বপূর্ণ। দেবতা এবং অসুর উভয় পক্ষই, অন্তত সাময়িকভাবে, যুদ্ধ বন্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন, এবং অমৃত উৎপাদনে ব্রতী

হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—

সংবিদ যুদ্ধে প্রতিজ্ঞায়ামাচারে নান্নি তোষণে ।

সম্ভাষণে ক্রিয়াকারে সংকেতজ্ঞানয়োরপি ॥

সম্বিং শব্দটির বিবিধ অর্থে প্রয়োগ হয়—‘যুদ্ধে’, ‘প্রতিজ্ঞায়’, ‘সন্তুষ্টি বিধান’, ‘সম্বোধনে’, ‘ব্যবহারিক কার্যে’, ‘সংকেত’ এবং ‘জ্ঞানে’।

শ্লোক ৩৩

ততন্তে মন্দরগিরিমোজসোৎপাট্য দুর্মদাঃ ।

নদন্ত উদধিং নিন্যঃ শক্তাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; তে—সেই সমস্ত দেবতা এবং অসুরেরা; মন্দর-গিরি—মন্দর পর্বত; ওজসা—মহাশক্তি সহকারে; উৎপাট্য—উৎপাটন করে; দুর্মদাঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দক্ষ; নদন্ত—সিংহনাদ করতে করতে; উদধি—সমুদ্রের দিকে; নিন্যঃ—নিয়ে যাচ্ছিল; শক্তাঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী; পরিঘ-বাহবঃ—অর্গল সদৃশ বাহু সমন্বিত।

অনুবাদ

তারপর অত্যন্ত শক্তিশালী অর্গলবাহু দেবতা এবং দানবেরা বলপূর্বক মন্দর পর্বত উৎপাটন করে সিংহনাদ করতে করতে ক্ষীরসমুদ্রে নিয়ে চলল।

শ্লোক ৩৪

দূরভারোদ্ধহশ্রান্তাঃ শক্রবৈরোচনাদয়ঃ ।

অপারয়ন্তুস্তং বোদ্ধুং বিবশা বিজহুঃ পথি ॥ ৩৪ ॥

দূর—দূর থেকে; ভার-উদ্ধহ—ভারী বোঝা বহন করার ফলে; শ্রান্তাঃ—পরিশ্রান্ত হয়ে; শক্র—দেবরাজ ইন্দ্র; বৈরোচন-আদয়ঃ—এবং মহারাজ বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ এবং অন্যরা; অপারয়ন্তুঃ—অক্ষম হয়ে; তন্ম—সেই পর্বত; বোদ্ধুং—বহন করতে; বিবশাঃ—অবশ হয়ে; বিজহুঃ—পরিত্যাগ করেছিলেন; পথি—পথে।

অনুবাদ

বহু দূর থেকে সেই বিশাল পর্বত বহন করার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্র, মহারাজ বলি প্রভৃতি দেবতা এবং অসুরেরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই পর্বত বহন করতে অক্ষম এবং অবশ হয়ে তাঁরা তা পশ্চিমধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

নিপতন্ স গিরিস্তত্র বহুনমরদানবান্ ।

চূর্ণয়ামাস মহতা ভারেণ কনকাচলঃ ॥ ৩৫ ॥

নিপতন্—পতিত হয়ে; সঃ—তা; গিরিঃ—পর্বত; তত্র—সেখানে; বহুন্—বহু; অমর-দানবান্—দেবতা এবং দানবগণ; চূর্ণয়াম্ আস—চূর্ণ করেছিল; মহতা—অত্যন্ত; ভারেণ—ভারের ফলে; কনক-অচলঃ—মন্দর নামক স্বর্ণপর্বত।

অনুবাদ

সেই মন্দর পর্বত স্বর্ণময় হওয়ার ফলে অত্যন্ত ভারী ছিল, এবং তা পতিত হয়ে বহু দেবতা এবং দানবদের চূর্ণ করেছিল।

তাৎপর্য

স্বর্ণ পাথরের থেকে ভারী। যেহেতু মন্দর পর্বত ছিল স্বর্ণময়, তাই তা পাথরের পর্বত থেকে অনেক ভারী ছিল, এবং দেবতা ও দানবেরা তা ক্ষীরসমুদ্রে বহন করে নিয়ে যেতে পারেনি।

শ্লোক ৩৬

তাংস্তথা ভগ্নমনসো ভগ্নবাহুরুক্করান্ ।

বিজ্জায় ভগবাংস্তত্র বভূব গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬ ॥

তান্—সমস্ত দেবতা এবং দানবেরা; তথা—তারপর; ভগ্ন-মনসঃ—ভগ্নমনোরথ; ভগ্ন-বাহু—ভগ্নবাহু; উরু—উরু; কুক্করান্—এবং কুক্কর; বিজ্জায়—জেনে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; তত্র—সেখানে; বভূব—আবির্ভূত হয়েছিলেন; গরুড়-ধ্বজঃ—গরুড় বাহিত হয়ে।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানবেরা তখন ভগ্নমনোরথ হয়েছিলেন, এবং তাদের বাহু, উরু ও স্কন্ধ ভগ্ন হয়েছিল। তাই সর্বজ্ঞ ভগবান তখন গরুড়ে আরোহণ করে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

গিরিপাতবিনিষ্পিষ্টান্ বিলোক্যামরদানবান্ ।

ঈক্ষয়া জীবয়ামাস নির্জরান্ নির্বণান্ যথা ॥ ৩৭ ॥

গিরি-পাত—মন্দর পর্বতের পতনের ফলে; বিনিষ্পিষ্টান্—নিষ্পিষ্ট; বিলোক্য—দর্শন করে; অমর—দেবতাগণ; দানবান্—এবং দানবগণ; ঈক্ষয়া—কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; জীবয়াম্ আস—পুনর্জীবিত করেছিলেন; নির্জরান্—নীরোগ; নির্বণান্—অক্ষত; যথা—যেমন।

অনুবাদ

পর্বতের পতনের ফলে অধিকাংশ দেবতা এবং দানবকে নিষ্পিষ্ট দর্শন করে ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের পুনর্জীবিত করেছিলেন। এইভাবে তারা শোকমুক্ত হয়েছিল, এবং তাদের দেহ অক্ষত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

গিরিং চারোপ্য গরুড়ে হস্তেনৈকেন লীলয়া ।

আরুহ্য প্রযযাবন্ধিং সুরাসুরগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

গিরিম্—পর্বত; চ—ও; আরোপ্য—স্থাপন করে; গরুড়ে—গরুড়ের পৃষ্ঠে; হস্তেন—হস্ত দ্বারা; একেন—এক; লীলয়া—অবলীলাক্রমে; আরুহ্য—আরোহণ করে; প্রযযৌ—তিনি গিয়েছিলেন; অবন্ধিং—ক্ষীরসমুদ্রে; সুর-অসুর-গণৈঃ—দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা; বৃতঃ—পরিবৃত।

অনুবাদ

ভগবান তখন তাঁর এক হাতের দ্বারা অনায়াসে মন্দর পর্বত উত্তোলন করে গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করেছিলেন। তারপর তিনি নিজে তার উপর আরোহণ করে, দেবতা এবং দানবগণ পরিবৃত হয়ে ক্ষীরসমুদ্রে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের সর্ব-শক্তিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই প্রকার জীব রয়েছে—দেব এবং অসুর, এবং ভগবান তাদের উভয়েরই উর্ধ্ব। অসুরেরা মনে করে ঘটনাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু দেবতারা বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের হাতের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবানের শক্তিমত্তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ তিনি এক হাতে মন্দর পর্বত উত্তোলন করে দেবতা এবং দানবগণ সহ তা গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করেছিলেন এবং তাদের ক্ষীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে কোন বস্তু তা যত ভারীই হোক না কেন, ভগবান যে অনায়াসে উত্তোলন করতে পারেন, তা জেনে দেবতা বা ভক্তগণ সেই ঘটনা তৎক্ষণাৎ সত্য বলে স্বীকার করে নেন। কিন্তু অসুরেরা যদিও দেবতাগণ সহ একই সঙ্গে বাহিত হয়েছিল, তবুও সেই ঘটনা শ্রবণ করে অসুরেরা বলে যে, সেটি কেবল একটি পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু ভগবান তো সর্বশক্তিমান, তা হলে তাঁর পক্ষে একটি পর্বত উত্তোলন করা কঠিন হবে কেন? হাজার হাজার মন্দর পর্বত সমন্বিত অগণিত গ্রহ তিনি মহাশূন্যে ভাসিয়ে রেখেছেন, তা হলে তাঁর পক্ষে একটি পর্বত উত্তোলন করা সম্ভব হবে না কেন? এটি কোন রূপকথা নয়। নাস্তিক এবং আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আস্তিক বা ভক্তেরা বৈদিক শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করেন, কিন্তু অসুরেরা কেবল কুতর্ক করে এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাল্পনিক কাহিনী বলে প্রচার করতে চায়। অসুরেরা বলতে চায় যে, এই জড় জগতে সব কিছুই ঘটছে ঘটনাক্রমে। কিন্তু দেবতা বা ভক্তরা কোন কিছুই ঘটনাক্রমে ঘটছে বলে মনে করেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা জানেন যে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের আয়োজন। এটিই দেবতা এবং অসুরের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৯

অবরোপ্য গিরিং স্কন্ধাং সুপর্ণঃ পততাং বরঃ ।

যযৌ জলান্ত উৎসৃজ্য হরিণা স বিসর্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥

অবরোপ্য—নামিয়ে; গিরি—পর্বত; স্কন্ধাং—তাঁর স্কন্ধ থেকে; সুপর্ণঃ—গরুড়; পততাম্—সমস্ত পক্ষীদের; বরঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ বা সব চাইতে শক্তিশালী; যযৌ—প্রস্থান করেছিলেন; জল-অন্তে—জলে; উৎসৃজ্য—স্থাপন করে; হরিণা—ভগবানের দ্বারা; সঃ—তিনি (গরুড়); বিসর্জিতঃ—প্রস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর, পক্ষীশ্রেষ্ঠ গরুড় মন্দর পর্বতকে জলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ভগবানের আদেশ অনুসারে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান গরুড়কে সেখান থেকে চলে যেতে বলেছিলেন কারণ গরুড় সেখানে থাকলে বাসুকি, যাকে মহ্ন-রজ্জুরূপে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেখানে আসত না। ভগবানের বাহন গরুড় নিরামিষাশী নন। তিনি বিশাল সর্পদের আহার করেন। বাসুকি সেই রকম এক বিশাল সর্প হওয়ার ফলে, পক্ষীরাজ গরুড়ের স্বাভাবিক খাদ্য ছিল। ভগবান বিষ্ণু তাই গরুড়কে সেই স্থান ত্যাগ করতে বলেছিলেন, যাতে মহ্ন-দণ্ডস্বরূপ মন্দর পর্বত দ্বারা সমুদ্র-মহ্নের জন্য বাসুকিকে রজ্জুরূপে ব্যবহার করা যায়। এগুলি ভগবানের অদ্ভুত আয়োজন। কোন কিছুই ঘটনাক্রমে ঘটে না। মন্দর পর্বতকে একটি পাখির পিঠে নিয়ে যথাযথ স্থানে স্থাপন করা দেবতা অথবা অসুর, যে কোন ব্যক্তির পক্ষে তা দুষ্কর হতে পারে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব, যা এই লীলায় প্রদর্শিত হয়েছে। ভগবানের পক্ষে এক হাতে মন্দর পর্বত উত্তোলন করা মোটেই কঠিন কার্য ছিল না, এবং তাঁর কৃপায় তাঁর বাহন গরুড় মন্দর পর্বত সহ সমস্ত দেবতা এবং অসুরদের বহন করেছিলেন। ভগবানের নাম যোগেশ্বর, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি যদি চান, তা হলে তিনি যে কোন বস্তুকে তুলোর থেকেও হালকা অথবা ব্রহ্মাণ্ডের থেকেও ভারী করতে পারেন। যারা ভগবানের কার্যকলাপে বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না কিভাবে সব কিছু ঘটছে। ‘আকস্মিক’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে তারা অবিশ্বাস্য সমস্ত ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। কোন কিছুই আকস্মিক নয়। সব কিছুই সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের দ্বারা, যে সম্বন্ধে ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন করেছেন, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। এই জগতে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে তা সবই ঘটছে ভগবানের অধ্যক্ষতায়, কিন্তু যেহেতু অসুরেরা ভগবানের শক্তি বুঝতে পারে না, তাই যখন কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে, তখন অসুরেরা মনে করে যে, তা আকস্মিকভাবে ঘটেছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ‘দেবতা এবং অসুরদের সন্ধি’ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।